২০২১

বাংলা - সাম্মানিক

পঞ্চম পত্র

পূর্ণমান - ১০০

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

১। (ক) মহাকাব্য বলতে কী বোঝো? ধ্রুপদি মহাকাব্যের সঙ্গে সাহিত্যিক মহাকাব্যের পার্থক্যগুলি কী কী? একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৪+৪+১০

অথবা,

(খ) উদাহরণসহ ***যে-কোনো দুটি*** বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করো। ৯×২

(অ) গীতিকবিতা

(আ) আখ্যানকাব্য

(ই) সনেট

২। (ক) 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি কাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল? কাব্যের নামকরণ কতদূর সার্থক— তা পঠিত কবিতাগুলি অবলম্বনে আলোচনা করো। ২+১০

অথবা,

(খ) 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকা অনুযায়ী 'জনা' চরিত্রের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য বিচার করো। ১২

৩। (ক) "পুত্র তব চারি নরমণি।
গুণশীলোত্তম রাম, কহ কোন্ গুণে?
কী কুহ্কে কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইয়া মন তব? কী বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে দেব, ধর্ম নষ্ট করো?"
— উদ্ধৃত অংশের বক্তা কে? কার উদ্দেশে এই বক্তব্য? মন্তব্যের তাৎপর্য নির্ণয় করো। ৪

অথবা,

(খ) "সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি— এই লোভ মনে—
এই চির আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!"
—কে কাকে কথাগুলি বলেছে? মন্তব্যটির তাৎপর্য লেখো। ১+১+২

৪। (ক) 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'সোনার তরী' কবিতাটি রূপক কবিতা হিসেবে কতখানি তাৎপর্য বহন করে তা যুক্তিসহ বিচার করো। ১২

অথবা,

(খ) 'সোনার তরী' কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কবির মর্ত্যপ্রীতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিজের ভাষায় লেখো। ১২

৫। (ক) "প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"
— উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও। $১/২+১/২+৩$

অথবা,

(খ) "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?—"
উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য লেখো। ৪

৬। (ক) 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার স্বরূপ ও ব্যঞ্জনা বিবৃত করে কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ করো। ১২

অথবা,

(খ) নজরুল ইসলাম রচিত 'নারী' কবিতা অবলম্বনে নারী সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করো। ১২

৭। (ক) "আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ"
— উদ্ধৃত অংশে কবি কেন নিজেকে 'বেদুইন' ও 'চেঙ্গিস' বলে অভিহিত করেছেন? উদ্ধৃত অংশের মধ্যে দিয়ে কবির কোন মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা সংক্ষেপে লেখো। ২+২

অথবা,

(খ) "হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান,
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান"— উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য লেখো। ৪

৮। (ক) কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় ইতিহাসের আশ্রয় নিয়ে যেভাবে সমকালের জীবনবেদনাকে উন্মোচিত করেছেন তা যুক্তিসহ আলোচনা করো। ১৪

অথবা,

(খ) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বোধন' কবিতাটির মর্মবস্তু তোমার নিজের ভাষায় লেখো। ১৪

৯। (ক) "এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা,
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়..."
— উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য আলোচনা করো। ৪

অথবা,

(খ) "অন্তরে লভেছি তব বাণী"— কে কার বাণী অন্তরে লাভ করেছেন? তাৎপর্য লেখো। ১+১+২

১০। (ক) নিম্নলিখিত অংশ দুটির মধ্যে যে-কোনো একটির কাব্যশৈলী বিচার করো। ১৬

তাই আজি
কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।

অথবা,

(খ) বেণীমাধব, বেণীমাধব তোমার বাড়ি যাবো, ১৬
বেণীমাধব, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো
বেণীমাধব, মোহনবাঁশী তমাল তরুমূলে
বাজিয়েছিলে আমি তখন মালতী ইস্কুলে
ডেস্কে বসে অঙ্ক করি, ছোট্ট ক্লাসঘর
বাইরে দিদিমণির পাশে দিদিমণির বর
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি
আলাপ হলো, বেণীমাধব সুলেখাদের বাড়ি
বেণীমাধব বেণীমাধব লেখাপড়ায় ভালো
শহর থেকে বেড়াতে এলে, আমার রঙ কালো
তোমায় দেখে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছি ঘরে
বেণীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে
কুঞ্জে অলি গুঞ্জে তবু ফুটেছে মঞ্জরী
সন্ধেবেলা পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করি
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন ষোলো
ব্রীজের ধারে বেণীমাধব, লুকিয়ে দেখা হলো।